**৩. হর্ষবর্ধনকে কি 'সকলউত্তরাপথনাথ' বলা যায়? (ব. বি. ২০০৯)**

সপ্তম শতাব্দীর খ্যাতনামা শাসক হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের পরিধি ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার সূত্র ধরে বহু আধুনিক ঐতিহাসিক কে. এন. পানিক্কর, আর. এস. ত্রিপাঠি, ভিনসেন্ট স্মিথ, আর. কে. মুখার্জি প্রমুখ তাঁকে 'সকলউত্তরাপথনাথ' অভিধায় ভূষিত করার পক্ষপাতী। বাণভট্ট, হিউয়েন-সাঙের বিবরণীর অস্বচ্ছ কিছু বর্ণনা ও চালুক্য লিপি থেকে তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। কিন্তু রমেশচন্দ্র মজুমদার উক্ত লেখকদের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে হর্ষবর্ধনের রাজনৈতিক প্রতিভার সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে হর্ষবর্ধনের সভালেখক বাণভট্ট এবং পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ কিন্তু কোনও জায়গায় হর্ষবর্ধনকে সমগ্র উত্তর ভারতের শাসক হিসাবে চিত্রিত করেননি। সমসাময়িক কোনও লেখতেও হর্ষবর্ধনের এই উপাধির কোনও প্রমাণ মেলে না। চালুক্যরাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর বংশধরদের খোদিত নিরুপান লেখতে তাদের পূর্বপুরুষ দ্বিতীয় পুলকেশী সমগ্র উত্তর ভারতের প্রভু (সকল উত্তরাপথনাথ) হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করে ছিলেন এই কথা সগর্বে ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ সমকালীন কোনও প্রমাণ না থাকায় হর্ষবর্ধনের রাজ্যসীমা সম্পর্কে উক্ত উক্তিটি মেনে নেওয়া হয়।

Scanned with CamScanner

হর্ষবর্ধনের রাজ্য সীমা প্রসঙ্গে চিনা পর্যটক হিউয়েন-সাঙ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরাংশের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রদেশগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণী দিয়ে। এই বিবরণী থেকে জানা যায় কাশ্মীর, হিন্দুকুশ পর্বতের দক্ষিণ দিকের কপিলা, পশ্চিম পাঞ্জাব, চোল, কামরূপ, বুন্দেলখণ্ড, গোয়ালিয়র, উজ্জয়িনী, মালব প্রভৃতি অঞ্চলে স্বাধীন শাসকরা রাজত্ব করতেন।

উত্তরাধিকার সূত্রে হর্ষবর্ধন পূর্ব পাঞ্জাব বা থানেশ্বর, ভগিনীর সূত্রে কনৌজ বা দোয়াব সংলগ্ন অঞ্চল পান। শশাঙ্কর মৃত্যুর পর তিনি মগধ বা বিহার, বঙ্গদেশ, ওড়িশা ও কঙ্গোদ জয় করেন। এখানে তিনি প্রত্যক্ষ শাসন কায়েম করেন। বাণভট্টের অভিমত অনুযায়ী হর্ষবর্ধন যে পঞ্চভারতের প্রভু ছিলেন, পাঞ্জাব, কনৌজ, বিহার, বাংলা ও ওড়িশা জয়ের মধ্যে সেই হিসাব মেলে। কিন্তু এর বাইরে কাশ্মীর পশ্চিম পাঞ্জাব, রাজস্থান, সিন্ধু, মালব, রাজপুতানা, নেপাল, কামরূপ, পূর্ব বাংলা ইত্যাদি অঞ্চলও উত্তর ভারতের সীমার মধ্যেই পরে। তবে অনেকের মতে হর্ষবর্ধনের রাজ্য সীমার বাইরেও তার প্রভাব ছিল। বল্লভীর ধ্রুবসেন তার অনুগত ছিল। উত্তর ভারতের ক্ষুদ্র রাজারা তার ভয়ে কাঁপতেন বলে উল্লেখ আছে।

রোমিলা থাপারের মতে, মৌর্যদের মতো হর্ষবর্ধন কোনও কেন্দ্রীয় শাসননীতি চালু করতে পারেননি। যদিও পাঞ্জাব থেকে বাংলা পর্যন্ত এক বিস্তৃত অঞ্চল হর্ষবর্ধনের পতাকাতলে এসেছিল তবু আক্ষরিক অর্থে হর্ষবর্ধনকে 'সকলউত্তরা-পথনাথ' বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে সপ্তম শতাব্দীর এক প্রতাপশালী শাসক হিসাবে তাকে চিহ্নিত করা যায়।

**৪. প্রাচীন ভারতে ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে *হর্ষচরিত* গুরুত্ব নির্ণয় করো।**
(ব. বি. ২০০৮)

হর্ষবর্ধনের রাজসভার সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন তাঁর সভাকবি বাণভট্ট। তিনি *হর্ষচরিত* নামে হর্ষবর্ধনের একটি প্রশস্তি রচনা করেছিলেন। যেহেতু এটা প্রশস্তি, তাই প্রশস্তিকার হিসাবে তাঁর রচনায় আড়ম্বর ও অতিশয়োক্তি ছিল। কিন্তু এই সব বাদ দিলে *হর্ষচরিত* হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের এক নির্ভরযোগ্য তথ্যবহুল বিবরণ বলা যেতে পারে।

*হর্ষচরিত*-এর প্রথম অধ্যায়টি বাণভট্টের নিজের জীবনী ও পরিবারের ইতিহাস বর্ণনা, দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ অধ্যায় হর্ষবর্ধনের পূর্বপুরুষদের এবং থানেশ্বর রাজ্যের ইতিহাস এবং অবশিষ্ট অংশে হর্ষবর্ধনের সামরিক অভিযান ও বিন্ধ্য অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের ইতিহাস রয়েছে।

Scanned with CamScanner

বাণভট্টের রচনায় সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক জীবনের যে সব তথ্য পাওয়া যায় তা হর্ষবর্ধনের আমলের ইতিহাস রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করে। হর্ষচরিত কাওয়েল ও টমাস ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন, *হর্ষচরিত*-এর গুণগত উৎকর্ষ সম্পর্কে তাঁরা বলেন, 'রাজসভা, যুদ্ধশিবির, শান্ত গ্রামাঞ্চল, ততোধিক শান্তিপূর্ণ মঠ ও সাধু-সন্ন্যাসীর আবাস স্থান, ব্রাহ্মণই হউক আর বৌদ্ধই হউক সকলকেই সমান দক্ষতা সহকারে বাণভট্ট বর্ণনা করিয়াছেন'। *হর্ষচরিতে* কেবল হর্ষবধনের রাজত্বকাল সম্পর্কে হিউয়েন-সাঙের বিবরণ সমর্থিত হয়েছে এমন নয়, নতুন বহু তথ্য তার থেকে পাওয়া গেছে। যা হিউয়েন-সাঙ উল্লেখ করেননি।

বাণভট্টের হর্ষচরিত রাজ্যশ্রীর উদ্ধার এবং হর্ষবর্ধন কর্তৃক শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হওয়া পর্যন্ত এসে হঠাৎ শেষ হয়েছে। শাসনভার গ্রহণ করে হর্ষবর্ধন সমগ্র পৃথিবী জয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে সব রাজ্যের রাজাকে তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন—এ কথা হর্ষচরিত থেকেই জানা যায়। যাঁরা হর্ষবর্ধনের আনুগত্য গ্রহণ করতে রাজি হবেন না, তাঁরা যেন হর্ষবর্ধনের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকেন সেই ঘোষণাও করা হয়েছিল। এই রকম পরিস্থিতিতে কামরূপের ভাস্করবর্মন হর্ষবর্ধনের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তবে তিনি কোনও আনুগত্য প্রদর্শন করে অনুগত সামন্তরাজা হতে চাননি। হর্ষবর্ধন নিজের দাদা রাজ্যবর্ধন-হন্তা গৌড়ের রাজা শশাঙ্ককে শাস্তি দেবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে বলেছিলেন যে, নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তিনি পৃথিবী গৌড়শূন্য করবেন নতুবা স্বয়ং আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেবেন। কিন্তু তাঁর এই প্রতিজ্ঞা অথবা তাঁর শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযান কতদূর সফল হয়েছিল যে সম্পর্কে বাণভট্ট কোনও উল্লেখ করেননি।

Scanned with CamScanner